Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-II, January 2024, Page No.137-146
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

মৃচ্ছকটিক প্রকরণে রস বিমর্শ

ডঃ প্রসেনজিৎ পটুয়া
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, রামপুরহাট কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
According to the kinds of drama Mrichchhakatika is a prakarana. Prakarana are of two types – sudhya prakarana (pure prakarana) and sankirna prakarana (confined prakarana). If there is a 'kulabadhu' (bride of a traditional family) in a drama, it will be sudhya prakarana. If there is a prostitute in a drama, the play will be sankirna prakarana. The plot of Mrichchhakatika is social in total. According to the dramatic theory of ancient India, a dirshyakavya is dependent on the evocation of a rasa. The noted medium of evoking the rasa is the presentation of the characters. Literature is the mirror of society and it can be properly understood through the reading of Sudraka's Mrichchhakatika. Sudraka's Mrichchhakatika is a saga of real, lively society. It is not a narrative of kings and ministers but of common people and Charudatta who is the protagonist of the play is a representative of those common people here. The playwright Sudraka had introduced many characters among whom the most important characters are the penniless Brahmin called Charudatta and the prostitute named Vasantasena. Moreover, the playwright had introduced variegated characters in the play to deliberately depict a detailed picture of real society. The gallery of his characters incorporates prostitute, dasi (maid-servant), thief, chandal (executer), judge, vita, cheta, sakara etc. Sakara is a type of character and such characters have no name. Such characters conversed in Sakari Prakrit language. So, they are called Sakara. These characters of Sudraka have been drawn from diverse strata of society. In most of the Sanskrit plays, kings have been presented as the protagonist but Mrichachhakatika is an exception. Here the playwright has kept the king in the background. The play has recieved much appreciation in the Western world on account of the titling of the prakarana, absence of supernaturalism, vast canvas of societal and state matter, a variegated presentation of diverse professions of society, presence of some relevant matters like gambling, purloining, tale of elephant, the incorporation of some imaginative and suggestive scenes and the fast moving plot with an expert characterization apart from the main plot. There are multiple notes in the texture of the play. The play has not only reflected a greater circle of society through the presentation of the diverse types of people – from king to chandala, from child to old, from rich to poor, from good people to evil-minded people, and various types of language, diverse felicity of poethood, diverse rasas, playfulness, social and personal witticism, presence of diverse incidents, conflicts of multiple self-interest, but it also evokes

the diverse emotion related realisations of life, and ethical values. The play also evaluates and analyses these ideas. These things happen in the textual space of the play being in the core of society with the complete negation of unbelieving supernaturalism which is rare in Sanskrit literature. This makes the play unique.

Keywords: Prakarana, sudhya prakarana, sankirna prakarana, kulabadhu, dirshyakavya, dasi, chandala, rasa, vita, cheta, sakara, Sakari Prakrit.

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা দৃশ্য কাব্যকে রূপক ও উপরূপক এরূপ দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। রূপকের দশটি উপবিভাগের মধ্যে প্রকরণ একটি। এই প্রকরণ সাধারণত গড়ে ওঠে কবিকল্পিত কোনো ঘটনাকে অবলম্বন করে অথবা লোক প্রচলিত কাহিনী নিয়ে। এই প্রসঙ্গে সাহিত্যদর্পণের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে তাই বলা হয়েছে- 'भवेत् प्रकरणे वृत्तं लौककिं कवकिल्पतिम्'।[1] দশরূপককার ধনঞ্জয় এই প্রসঙ্গে বলেছেন-

''अथ प्रकरणे वृत्तमुत्पाद्यं लोकसंश्रयम्।
अमात्यवप्रिवणजिामेकं कुर्याच्च नायकम्।।
धीरप्रशान्तं सोपायं धर्मकामार्थ तत्परम्।
शेषं नाटकवत् सन्धप्रिवेशकरसादकिम्''।।[2]

নাট্যতত্ত্বের বিচারে মৃচ্ছকটিক একটি প্রকরণ। অতএব এর ঘটনা লৌকিক বা কবিকল্পতি হওয়াই উচিত।

রস হল চিত্তবৃত্তির এক প্রকার ভাব বা অবস্থা। এরূপ রসই হল কাব্যের আত্মা। সাহিত্য দর্পণকার বিশ্বনাথের ভাষায়- 'वाक्यं रसात्मकम् काव्यम्'।[3]

রস সম্পর্কে মম্মটাচার্য তাঁর কাব্যপ্রকাশ গ্রন্থে বলেছেন-

''कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणि यानि चि।
रत्यादेःस्थायनिो लोके, तानि चेन्नाट्यकाव्ययोः।।
वभिावा अनुभावास्तत् कथ्यन्ते व्यभचिारणिः।
व्यक्तःस तैर्वभिावाद्यैःस्थायभिावो रसःस्मृतः''।।[4]

শিল্পের পরিণাম হল রসে। তাই দশরূপকে রসের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে:

''वभिावैरनुभावैश्च सात्त्वकिैव्यभचिारभिः।
आनीयमानःस्व्याद्यत्वं स्थायी भावो रसःस्मृतः''।।[5]

আবার সমস্ত প্রকার ভাব যে রসেই আশ্রিত সেকথা বোঝাতে গিয়ে ভরতমুনি চমৎকার একটি উদাহরণ দিয়েছেন:

''यथा वीजात् भवेत् वृक्षःवृक्षात् पुष्पं फलं तथा।

[1] সাহিত্যদর্পণঃ -৬.২২৪

[2] দশরূপক-৩.৩৯-৪০

[3] সাহিত্যদর্পণঃ -১.৩

[4] কাব্যপ্রকাশ-৪.৪-৫

[5] দশরূপক-৪.১

তথা মূলং রসাঃসর্বে তেভ্য ভাবা ব্যবস্থিতাঃ'।।[1]

আচার্য ভরতমুনি তাঁর নাট্যশাস্ত্রে আট প্রকার রসের কথা স্বীকার করেছেন-

''শৃঙ্গারহাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
বীভৎসোঽদ্ভুত ইত্যষ্টৌ রসাঃশান্তস্তথা মতঃ'।।[2]

নাটকের মূল রস থাকে একটি এবং সেই মূল রসের অঙ্গ হিসাবে কাজ করে অন্যান্য রসগুলি। অপরপক্ষে রূপক শ্রেণীর দৃশ্যকাব্যে অঙ্গীরস হিসাবে কাজ করে শৃঙ্গার বা বীররস।

১) শৃঙ্গার রসের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

''শৃঙ্গং হি মিন্মথোদ্ভেদস্তদাগমনহেতুকঃ।
উত্তমপ্রকৃতিপ্রায়ো রসঃশৃঙ্গার ইষ্যতে''।।[3]

শৃঙ্গার রসে উদ্দীপণ বিভাব হল চন্দ্র, চন্দন, ভ্রমর, গুঞ্জন প্রভৃতি। অনুভাব হল ভ্রূতঙ্গী, কটাক্ষ প্রভৃতি। ব্যভিচারী ভাব হল উগ্রতা, মরণ, আলস্য এবং জুগুপ্সা ভিন্ন অবশিষ্ট সমস্ত নির্বেদাদি। এই শৃঙ্গার রসের স্থায়ী ভাব রতি, দেবতা বিষ্ণু এবং বর্ণ শ্যাম।
শৃঙ্গার রস দুই প্রকার- বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার ও সম্ভোগ শৃঙ্গার।

যখন শৃঙ্গারে নায়ক এবং নায়িকার পরস্পরের মধ্যে অনুরাগের গভীরতা থাকলেও কোনো প্রতিবন্ধকতা বশত নায়ক নায়িকার মিলন হচ্ছে না সেক্ষেত্রে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার হয়। এই বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার আবার পূর্বরাগ, মান, প্রবাস এবং করুণ ভেদে চার প্রকার। গুণশ্রবণ অথবা রূপ দর্শণে পরস্পরের প্রতি নায়ক নায়িকা অনুরক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে মিলনের ব্যর্থতা হেতু যে ভাবের প্রকাশ ঘটে, তাই হল পূর্বরাগ।

পরস্পর অনুরাগী নায়ক নায়িকার মধ্যে প্রণয় এবং ঈর্ষার কারণেই মানের সৃষ্টি হয়।

যে বিপ্রলম্ভে নায়ক নায়িকার একজনের বা উভয়েরই নিজস্ব কার্য উপলক্ষ্যে অভিশাপে বা রাজার কারণে প্রবাসে অবস্থান করতে হয়, তাই বিপ্রলম্ভ প্রবাস।

যুবক যুবতির একজনের মৃত্যু ঘটলে এবং তার বেঁচে থাকার পুণরায় সম্ভবনা দেখা দিলে অন্যজনের মধ্যে যে শোকের বিষণ্নভাব দেখা যায়, তাই করুণ বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার।

শৃঙ্গারে নায়ক নায়িকার পরস্পরের মধ্যে যে রতির অনুভূতি, তাই হল সম্ভোগ শৃঙ্গার অর্থাৎ সম্ভোগ ভেদে শৃঙ্গার রস। অতএব সম্ভোগ শৃঙ্গার হল পরস্পরের প্রতি অনুরাগী বিলাসী ও বিলাসিনীর দর্শন ও স্পর্শন ইত্যাদির রূপ সুখানুভূতি। তাই নায়ক নায়িকা যেখানে পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হয়ে দর্শন ও স্পর্শনে প্রবৃত্ত হবে, সেখানে রসের উদ্ভব হবে।

২) হাস্যরসের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

''বিকৃতাকারবাগ্বেষচেষ্টাদেঃকুহকাদ্ ভবেত্।

[1] নাট্যশাস্ত্র-৬.৩৮

[2] সাহিত্য দর্পণ-৩.১৮২

[3] সাহিত্য দর্পণ-৩.১৮৩

হাসো(হাস্যো) হাস্যস্থায়ভিাবঃশ্বেতঃপ্রমথদৈবতঃ’।।[1]

হাস্যরসের উদ্দীপক হল অস্বাভাবিক কোন বিষয় বস্তুর কৌতুককর বহিঃপ্রকাশ। কৌতুক কর কাব্য ও গ্রন্থ পাঠে উদ্ভুত হাস্যরসে স্থায়ী ভাব লক্ষিত হয়। আবার যে সমস্ত ব্যক্তি বিকৃত আকার, বিকৃত বাক্য, বিকৃত চেষ্টা, বিকৃত বেশভূষা ইত্যাদির দ্বারা জনগণের মধ্যে হাস্যরসের উদ্ভাবনের সহায়তা করে, সেই সমস্ত ব্যক্তিরাই হল হাস্যরসের আলম্বন বিভাব। এখানে বিকৃত আকার, বিকৃত বাক্য, বিকৃত বেশভূষা ইত্যাদি হাস্যরসের উদ্দীপণ বিভাব। আবার এই রসের কারণে নয়নের সংকোচ, মুখের স্মিত ভাবাদি ও মুখ আবৃত করা ইত্যাদি অনুভাব। আলস্য, অবহেলা, নিদ্রা, শ্রম ইত্যাদি বস্তুজাত পদার্থ গল এই হাস্যরসের ব্যভিচারী ভাব।

উত্তম প্রকৃতির লোকের হাস্য দুই প্রকার- স্মিত অর্থাৎ নয়ন সামান্য বিস্ফারিত ও অধর স্বল্প কম্পিত এবং হসিত অর্থাৎ দন্ত পংক্তির কিঞ্চিত বিকাশ।

মধ্যম প্রকৃতির লোকের হাস্য দুই প্রকার-বিহসিত অর্থাৎ হাস্যের ধ্বনি অতি সুমধুর এবং অবহসিত অর্থাৎ হাস্যে মস্তক কম্পিত ও সুমধুর ধ্বনিযুক্ত হয়।

অধম প্রকৃতির লোকের হাস্যও দুই প্রকার- অনহসিত অর্থাৎ হাস্যের আধিক্যে নয়নের জল নির্গত হয় এবং অতিহসিত অর্থাৎ হাস্যের উচ্ছলতায় হস্ত পদাদি অঙ্গের কম্পন হয়।

৩) করুণ রসের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

‘‘ইষ্টনাশাদনষ্টিাপ্তেঃকরুণাখ্যো রসো ভবেত্।
ধীরৈঃকপোতবর্ণোऽয়ং কথতিো যমদৈবতঃ’।।[2]

ইষ্ট বস্তুর নাশান্তে অনিষ্ট প্রাপ্তি হতে করুণ রসের আবির্ভাব, যার বর্ণ গৃহপালিত কপোতের ন্যায় এবং যার দেবতা যম। করুণ রসের স্থায়ী ভাব হল শোক, যার কারণ নষ্ট পুত্রাদি ও নষ্ট ধনাদি পদার্থ হল আলম্বন বিভাব। করুণ রসে উদ্দীপণ বিভাব হল মৃতের পারলৌকিক কার্য, ধনাদির অপহরণ ইত্যাদি অবস্থা। দুঃখের সহিত ভাগ্য নিন্দা, ক্রন্দন, বিলাপ, দীর্ঘশ্বাস, উচ্ছ্বাস, প্রলাপ ইত্যাদি অবস্থা গুলি হল অনুভাব। মোহ, ব্যাধি, গ্লানি, বিষাদ, চিন্তা প্রভৃতি শারীরিক এবং মানসিক অবস্থাগুলি হল ব্যভিচার ভাব।

৪) রৌদ্র রসের লক্ষণে বলা হয়েছে-

‘‘রৌদ্রঃক্রোধস্থায়ভিাবো রক্তো রুদ্রাধদৈবতঃ
আলম্বনমরস্তিত্র তচ্চেষ্টোদ্দীপনং মতম্’’।।[3]

ক্রোধ হল রৌদ্র রসের স্থায়ী ভাব। এই রসের বর্ণ হল লোহিত এবং অধিদেবতা হল রুদ্র। ক্রোধের উৎপত্তির কারণ হল রজঃগুণ, যা রক্তবর্ণ। এই রৌদ্র রস রক্তবর্ণযুক্ত হয়। কারণ লোহিত বর্ণযুক্ত রজঃগুণ হতে উৎপন্ন ক্রোধই হল রৌদ্ররসের স্থায়ীভাব। রৌদ্র রসে আলম্বন বিভাব হল শত্রু এবং শত্রুর ক্রোধনিবন্ধন চেষ্টাগুলি হল উদ্দীপণ বিভাব। বাহুর আস্ফালন, ভীতিপ্রদর্শন, ভ্রুকুটি, নিজের কার্যের গুণাবলীর বিবরণ,

---

[1] সাহিত্য দর্পণ-৩.২০০

[2] সাহিত্য দর্পণ-৩.২০২

[3] সাহিত্য দর্পণ-৩.২০৪

অস্ত্রনিক্ষেপ, উগ্রদৃষ্টি ইত্যাদি অবস্থাগুলি হল রৌদ্ররসে অনুভাব। এই রসে উগ্রতা, অহংকার ইত্যাদি হল ব্যভিচারী ভাব।

৫) বীররসের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

''उत्तमप्रकृतिवीर उत्साहस्थायिभावकः।
महेन्द्रदैवतो हेमवर्णोऽयं समुदाहृतः।
आलम्वनविभावास्तु वजितव्यादयो मताः'।।[1]

বীররসের প্রকৃতি হল উত্তম এবং উৎসাহ হল স্থায়িভাব। উত্তম প্রকৃতির নায়ক বীররসের আশ্রয় বলে এই রস উত্তম প্রকৃতি বা উত্তমাশ্রম। এই রসের দেবতা মহেন্দ্র ও বর্ণ হেম কারণ সমস্ত বীরগণের অধিশ্বরই হলেন মহেন্দ্র, যার বর্ণ হেম। বীররসে বিজিত, সম্প্রদান পাত্র ও দয়াপাত্র হল আলম্বন বিভাব। যুদ্ধবীরে শত্রু, দানবীরে সম্প্রদান, ধর্মবীরে ধর্ম, দয়াবীরে দুর্গত ব্যক্তিই হল আলম্বন বিভাব। তাই বীররস হল চারপ্রকার- যুদ্ধবীর, দানবীর, ধর্মবীর ও দয়াবীর। যুদ্ধবীরে সহায়ের অন্বেষণ, দানবীরে ত্যাগ এবং ধনসংগ্রহ, ধর্মবীরে যজ্ঞজাতীয় অনুষ্ঠান, দয়াবীরে স্বস্তির বাক্য প্রভৃতি হল অনুভাব। ধৃতি, স্মৃতি অহংকার, তর্ক, রোমাঞ্চজনক হর্ষ ইত্যাদি হল বীররসের ব্যভিচারী ভাব।

৬) ভয়ানক রসের লক্ষণে বলা হয়েছে-

''भयानको भयस्थायभावःकालाधदिवतः।
स्त्रीनीचप्रकृतःकृिष्णो मतस्तत्त्ववशािरदै''।।[2]

এই রসের স্থায়ী ভাব ভয়। এর প্রকৃতি স্ত্রী, নীচ ও কাপুরুষ। যা হতে স্থায়ী ভাবরূপ ভয়ের উৎপত্তি, তা আলম্বন বিভাব এবং চেষ্টা হল উদ্দীপণ বিভাব। ভীতির কারণে মুখের বিবর্ণতা, অকপট স্বরে বাক্যালাপ, রোমাঞ্চ, কম্পন, চতুর্দিকে তাকানো ইত্যাদি হল অনুভাব। গ্লানি, দীনতা, আশঙ্কা, ঘৃণা, মৃত্যু ইত্যাদি হল সঞ্চারী ভাব।

৭) বীভৎস রসের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

''जुगुप्सास्थायभािवस्तु वीभत्सःकथ्यते रसः।
नीलवर्णो महाकालदैवतोऽयमुदाहृतः''।।[3]

বীভৎস রসের স্থায়ী ভাব হল ঘৃণা। বর্ণ নীল এবং অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হল মহাকাল। ঘৃণার বিবরণ ক্ষেত্র হল শ্মশান, যার দেবতা মহাকাল হওয়ায় ভয়ানক রসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাও মহাকাল। আবার মহাদেবের বর্ণ নীল বলে এই রসের বর্ণও নীল। এখানে দুর্গন্ধযুক্ত মাংসপিণ্ড হল আলম্বন বিভাব এবং সেই মাংসের কীট ও বীজানু হল উদ্দীপন বিভাব। বিকৃত মুখ, বমি ও থুতু ফেলা হল অনুভাব। ব্যাধি, মৃগী রোগ ইত্যাদি এখানে ব্যভিচারী ভাব।

৮) অদ্ভুত রসের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

''अद्भुतो वस्मियस्थायभािवो गन्धर्वदैवतः।

---

[1] সাহিত্য দর্পণ-৩.২০৬

[2] সাহিত্য দর্পণ-৩.২০৭

[3] সাহিত্য দর্পণ-৩.২০৮

पीतवर्ण वस्तु लोकातगिमालम्वनं मतम्''।।[1]

অদ্ভুত রসের স্থায়ীভাব বিস্ময়, আর বর্ণ পীত। পীতবর্ণ গন্ধর্বগণ গান ইত্যাদি দ্বারা বিস্ময় উৎপন্ন করে বলে অদ্ভুত রসের দেবতা হল গন্ধর্ব এবং বর্ণও পীত। অলৌকিক ও ঐন্দ্রজালিক বস্তুগুলি এখানে আলম্বন বিভাব এবং এই বস্তুগুলির গুণমহিমা হল উদ্দীপন বিভাব। রোমাঞ্চ, গদগদ স্বর, চক্ষু বিস্ফালন ইত্যাদি এখানে অনুভাব। আবার আবেগ, সম্ভ্রান্তি, হর্ষ ও ঔৎসুক্য এখানে ব্যভিচারী ভাব।

'মৃচ্ছকটিক' প্রকরণে প্রধান রস হল শৃঙ্গার রস। এখানে দরিদ্র ব্রাহ্মণ চারুদত্ত ও গণিকা বসন্তসেনার প্রণয় কাহিনীই হল এই প্রকরণের প্রধান বিষয়বস্তু। এই প্রকরণের প্রথম অঙ্কেই বর্ণিত হয়েছে কামদেবের মন্দিরে পূজো দিতে গিয়ে গণিকা বসন্তসেনা ব্রাহ্মণ চারুদত্তকে দেখে তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন:

''अवन्तपिुर्य्यां द्वजिसार्थवाहो युवा दरदि्रःकलि चारुदत्तः।
गुणानुरत्ता गणकिा च यस्य वसन्तशोभेव वसन्तसेना''।।[2]

আবার শকারের ভয়ে পলায়নরতা বসন্তসেনা চারুদত্তের গৃহে প্রবেশ করেন তখন চারুদত্ত বলে ওঠে- 'छादतिा शरदभ्रेण चन्द्रलेखेव दृश्यते'।[3] চারুদত্তের সঙ্গে দেখা হওয়ায় তাঁর প্রতি বসন্তসেনার অনুরাগ আরও গভীর হয়েছিল। যা বিদূষকের ভাষায় স্পষ্ট- 'अलं परकलत्रदर्शनशङ्कया। एषा वसन्तसेना कामदेवायतनोभवन्तमनुरक्ता प्रभूतदि्यानात्-'। তবে চারুদত্তেরও বসন্তসেনার প্রতি গভীর ভালবাসা ছিল। নায়ক নায়িকার এই রূপ প্রণয়শীল অবস্থায় শৃঙ্গার রস প্রকাশিত হয়েছে। এখানে শৃঙ্গার রসে বসন্তসেনা এবং চারুদত্ত এই দুজনই নায়িকা এবং নায়করূপে আলম্বন বিভাব হবে। বসন্তসেনার পূজা উপচার, মন্দির প্রভৃতি উদ্দীপণ বিভাব। চারুদত্তের প্রতি বসন্তসেনার অনুরাগের বিভিন্ন প্রকাশ হল অনুভাব। চারুদত্ত ও বসন্তসেনার পরস্পরের প্রতি অভিলাষ, হর্ষ প্রভৃতি হল ব্যভিচারী ভাব। আর স্থায়ী ভাব হল বসন্তসেনাকে দেখে চারুদত্তের ভাল লাগা, রূপবতি ইত্যাদি। এগুলির সমাবেশের ফলে এখানে শৃঙ্গার রস হয়েছে।

মৃচ্ছকটিক প্রকরণের পঞ্চম অঙ্কে প্রবল বর্ষার মধ্যে বসন্তসেনা সমস্ত প্রাকৃতিক বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করে অভিসারে বেরিয়ে চারুদত্তের গৃহে প্রবেশ করে যেমন- 'शृङ्गारभावं नाटयन्ती चारुदत्तमालङि्गतंि' তেমনই চারুদত্তও নিজের মনের অভিপ্রায় প্রকাশ করার জন্য বসন্তসেনাকে আলিঙ্গন করেছিলেন- 'स्पर्शे नाटयन् प्रत्यलङि्गा'। এখানে পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত। চারুদত্ত ও বসন্তসেনার দর্শন ও স্পর্শন বা আলিঙ্গন ইত্যাদি রূপ সুখ অনুভূতির মধ্যে সম্ভোগ শৃঙ্গার রসের প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়েছে।

এই প্রকরণের দ্বিতীয় অঙ্কে নায়িকা বসন্তসেনার মুগ্ধতার মধ্যেও বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার রস প্রকাশিত হয়েছে। এই অঙ্কে নায়িকা বসন্তসেনা নায়ক চারুদত্তের চিন্তায় এতটাই মগ্ন ছিলেন যে মায়ের আদেশ পালন করে স্নান করতে যাওয়ার মতো সময়ও তাঁর কাছে ছিল না- 'माता आदशितिि स्नाता भूत्वा देवतानां पूजां

---

[1] সাহিত্য দর্পণ-৩.২০৯

[2] মৃচ্ছকটিকম্-১.৬

[3] মৃচ্ছকটিকম্-১.৫৪

निर्वर्तयेति'। তখন বসন্তসেনা প্রত্যুত্তরে বলে ওঠেন- 'विज्ञापय मातरम्, अद्य न स्नास्यामि। तद्ब्राह्मण एव पूजां निर्वर्तयतु इति'। দাসী মদনিকা কিন্তু তাঁর এই মানসিক পরিস্থিতির অবস্থা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই বসন্তসেনা মদনিকাকে আমাকে কি রকম দেখিতেছ? এই রকম প্রশ্ন করলে মদনিকা বলেন- 'आर्य्ययाःशून्यहृदयत्वेन जानामि, हृदयगतं कमपि आर्य्या अभिलषतीति'। আবার কর্ণপূরকের কথা শুনে নায়ক চারুদত্তের দর্শন পাওয়ার জন্য তিনি উপরের দ্বারপার্শ্বস্থ গৃহে আরোহণ করেছিলেন- 'उपरितनमलिन्दकमारुह्य आर्य्यचारुदत्तं प्रेक्षामहे'।

আবার চতুর্থ অঙ্কের শুরুতে দেখা গেছে বসন্তসেনা চারুদত্তের চিত্র অঙ্কন করছিলেন তাঁর মনের উৎকণ্ঠা দূর করার জন্য। মদনিকাকে তিনি বলেছেন- 'मदनिके! अपि सुसदृशी इयं चित्राकृतिः आर्य्यचारुदत्तस्य?' এই অংশে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার রসের স্বরূপ স্পষ্ট হয়েছে। এই বিপ্রলম্ভের উৎকণ্ঠা কেবল নায়িকা বসন্তসেনার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়নি, নায়ক চারুদত্তের মধ্যেও সেই উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেয়েছিল। এই বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার রসে নায়িকা বসন্তসেনা এবং নায়ক চারুদত্তের পরস্পরের প্রতি অভিলাষ, চিন্তা, গুণকথন ইত্যাদি প্রকাশিত হওয়ায় বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের পূর্বরাগ ভেদ লক্ষিত হয়েছে।

'মৃচ্ছকটিক' প্রকরণে অঙ্গরস হিসাবে করুণ, ভয়ানক, অদ্ভুত প্রভৃতি রসেরও প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। প্রকরণের নবম অঙ্কে শকারের মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত চারুদত্তের খবর শুনে ধূতার অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জনের ঘটনা এবং তা দেখে পুত্র রোহসেন তাঁর মায়ের আঁচল টেনে ধরে ক্রন্দনরত অবস্থার ঘটনা- এখানে করণ রস প্রকাশিত হয়েছে। এখানে যথাক্রমে মৃত্যুদণ্ড আজ্ঞাপ্রাপ্ত চারুদত্ত এবং অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জনরতা ধূতা হল আলম্বন বিভাব। ক্রন্দনাদি অনুভাব, বিষাদাদি ব্যভিচারী ভাব- এগুলির সম্মিলিতভাবে এখানে করুণ রসের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

আবার এই প্রকরণে রৌদ্র রসের প্রকাশও পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন- অষ্টম অঙ্কে যখন গাড়ী বিপর্যয়ের ফলে শকারের ভৃত্য স্থাবরকের গাড়ীর মাধ্যমে বসন্তসেনা শকারের সামনে এসে পড়েছিলেন, তখন শকার সেই সুযোগ বুঝে পূর্বে যে ভুল করেছিলেন তা ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বসন্তসেনার কাছে প্রণয়ের কথা জ্ঞাপন করেন-

''एष पतामि चरणयोर्विशालनेत्रे!
हस्ताञ्जलिं दशनखे! तव शुद्धदन्ति!
यत्तन्मया अपकृतं मदनातुरेण
तत् क्षामितासि विरगात्रि! तवास्मि दासः'।।[1]

এবং পরে:

''सुवर्णकं ददामि, प्रियं वदामि, पतामि शीर्षेण सवेष्टनेन।
तथापि मां नेच्छसि शुद्धदन्ति! किं सेवकं कष्टमया मनुष्याः'।।[2]

কিন্তু বসন্তসেনা সমস্ত কিছুই প্রত্যাখ্যান করেন এবং চরণ দ্বারা প্রহার করে বলেন- 'अपेहि दूरं गच्छ। अनार्य्यम् असज्जनोचितम्'। তখন শকার রেগে গিয়ে প্রথমে বিটকে এবং পরে ভৃত্যকে দিয়ে

[1] মৃচ্ছকটিকম্-৮.১৮

[2] মৃচ্ছকটিকম্-৮.৩১

বসন্তসেনাকে হত্যা করার জন্য আদেশ দিলে তারা উভয়েই সেই কাজ করতে অস্বীকার করেন। সর্বশেষে শকার নিজেই বসন্তসেনাকে গলা টিপে হত্যা করে বলেন-

''एतां दोषकरण्डकिामवनियस्यावासभूतां खलां
रक्तां तस्य कलिगतस्य रमणे कालागतामागताम्।
कमिष समुदाहरामनिजिकं वाह्वोःशूरत्वं
नश्विासोऽपम्रियिते अम्वा सुमृता सीता यथा भारते''।।[1]

এবং পরে শুকনো পাতা দিয়ে ঢেকে রাখেন- 'वायुसमूहेन पूञ्जतिं राशीकृतं तेन'। এই ভাবে বসন্তসেনাকে নিষ্ঠুর হত্যা করার চেষ্টায় এখানে রৌদ্র রসের প্রকাশ লক্ষ্যণীয়। এখানে শকারের ক্রোধ হল স্থায়ী ভাব। বসন্তসেনা হল আলম্বন বিভাব। বসন্তসেনা কতৃক শকারের প্রণয় প্রত্যাখ্যান উদ্দীপণ বিভাব। শকার কতৃক বসন্তসেনাকে গলা টিপে হত্যা করে শুকনো পাতায় ঢেকে রাখা হল অনুভাব এবং সহায় অণ্বেষনাদি হল ব্যভিচারী ভাব- এগুলোর সংযোগেই এখানে রৌদ্র রস হয়েছে।

এই প্রকণের তৃতীয় অঙ্কে চারুদত্ত ও বিদূষক মৈত্রেয় একদিন সন্ধ্যায় এক সঙ্গীত উৎসবে রেভিলের সঙ্গীত শুনে বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়ি ফেরার সময় রেভিলের সঙ্গীত সম্পর্কে চারুদত্ত ও বিদূষকের কথোপকথনের মধ্যে হাস্যরসের সঞ্চার হয়েছিল। রেভিলের সঙ্গীত চারুদত্তকে খুবই মুগ্ধ করে তুলেছিল। কিন্তু বিদূষক রেভিলের সেই সঙ্গীতকে একটা হাসির মাধ্যমে তুলে ধরেছিলেন। বিদূষকের মতে স্ত্রীলোকের সংস্কৃত পড়া এবং সংস্কৃত পড়তে পড়তে সু সু শব্দ করাকে নাকে দড়ি লাগানো গরুর সু সু শব্দের মতো মনে হয়েছিল। ঠিক আবার পুরুষ মানুষের মিষ্টি মিষ্টি নরম গলায় গান গাইলে তার মনে হয় বুড়ো পুরোহিত শুকনো ফুলের মালা মাথায় জড়িয়ে মন্ত্র পড়ছে- 'मम तावत् द्वाभ्यामेव हास्यं जायते; स्त्रयि संस्कृतं पठन्त्या, मनुष्येण च काकलीं गायता। स्त्री तावत् संस्कृतं पठन्ती, दत्त-नय-नास्या इव गृष्टि; अधकिं सुसूयते, मनुष्योऽपि काकलीं गायन् शुष्क-सुमनो-दाम-वेष्टतिो वृद्धपुरोहति इव मन्त्रं जपन्, दृढं मे ने रोचते'। এখানে স্থায়ী ভাব হল হাস্য, বিদূষক হল আলম্বন বিভাব, বিদূষকের কথাবার্তার ধরণ হল উদ্দীপন বিভাব, সহৃদয়ের হাস্য হল অনুভাব এবং রেভিলের গানের বিকৃত সমালোচনাই হল ব্যভিচারী ভাব-এগুলোর সম্মিলিতভাবে এখানে হাস্যরসের প্রকাশ হয়েছে।

আবার বসন্তসেনার হস্তী খুন্টমোড়কের অত্যাচারের ঘটনায় ভয়ানক নামক অঙ্গীরস প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে দেখা গেছে বসন্তসেনার বাড়ী থেকে সংবাহক নামক দ্যুতক বৌদ্ধভিক্ষু হওয়ার পরিকল্পনা করে বেরিয়ে গেলে পথে এক হস্তীর সম্মুখীন হয়। সেই হস্তীটি বন্ধন স্তম্ভ ভেঙে রাজপথে বেরিয়ে সমস্ত উজ্জয়িনী নগরীকে উত্যক্ত করে তোলে। লোকেরা চিৎকার করে এবং যে যার মতো নিজেদের বাঁচাতে কেউ কেউ গাছে উঠেছে, কেউ বা বাড়ীর ছাদে উঠেছে-

''अपनयत वालकजनं त्वरतिमारोहत वृक्षप्रासादम्।
कंनि खलु प्रेक्षध्वं पुरातो दुष्टो हस्ती इत एति''।।[2]

মেয়েরা পালাতে গিয়ে তাদের অঙ্গ থেকে নূপুর, রত্নগাথা বালাগুলো খুলে পড়েছে:

---

[1] মৃচ্ছকটিকম্-৮.৩৬

[2] মৃচ্ছকটিকম্-২.১৮

''বিচলিত নূপুরযুগলং ছিদ্যন্তে চ মেখলা মণিখচিতাঃ।
বলয়াশ্চ সুন্দরতরা রত্নাঙ্কুরজালপ্রতিবিদ্ধাঃ'।।[1]

আবার হঠাৎ সেই হস্তীটি তার দুই দাতে করে সংবাহকের উপর পড়ে তাকে তুলে নিয়ে গেল- 'ততো বিচ্ছিন্নি-বসিংষ্ঠুল-শৃঙ্খলা-কলাপম্, দন্তান্তর-পরিগৃহীতং পরিব্রাজকমুদ্বহস্তং তং প্রেক্ষ্য'। এখানে ভয়ের কারণ খুন্ডমোড়ক নামক হস্তী হল আলম্বন বিভাব। পরিব্রাজকের উপর হস্তীর আক্রমণ প্রভৃতি হল উদ্দীপন বিভাব। ভয়ের কারণে ছুটে পালিয়ে যাওয়া হল অনুভাব এবং ভয় হল স্থায়ী ভাব- এগুলির সমাবেশের কারণে এখানে ভয়ানক রস হয়েছে।

এরপর বসন্তসেনার ভৃত্য কর্ণপূরক সেই হস্তীর হাত থেকে সংবাহককে বাঁচানোর জন্য দোকান থেকে লোহার দণ্ড নিয়ে এসে হস্তীর উপর আঘাত করেন- 'ত্বরিতমাপণাত্ লৌহদণ্ডং গৃহীত্বা আকারিতঃ স দুষ্টহস্তী'। এইভাবে সংবাহককে উদ্ধার করার ঘটনায় অদ্ভূত রসের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এখানে বসন্তসেনার বিস্ময় হল স্থায়ী ভাব, কর্ণপূরকের আচরণ হল আলম্বন বিভাব। লৌহদণ্ড আনয়ন হল উদ্দীপন বিভাব। কর্ণপূরকের প্রতি বসন্তসেনার প্রীতিদর্শন হল অনুভাব ধৃতি, হর্ষাদি প্রকাশ ব্যভিচারী ভাব- এগুলির দ্বারাই এখানে অদ্ভুত রস প্রকাশিত হয়েছে।

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে মনোভাব ও অনুভূতি প্রকাশে, লিখনভঙ্গীর নৈপুণ্যে, শব্দ বিন্যাসের মাধুর্যে, বর্ণনার হৃদয়গ্রাহিতায়, আখ্যানের ঘাত ও প্রতিঘাতে মৃচ্ছকটিক প্রকরণটি স্রষ্টার একটি অভিনব ও দৃষ্টান্তমূলক সৃষ্টি। মৃচ্ছকটিক এই প্রকরণটিতে Tragedy এবং Comedy এই দুটি দিকই লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় জীবনদৃষ্টিতে আত্যন্তিক বিনষ্টি বা ব্যর্থতা জীবনের শেষ পরিণাম নয়। বরং সাময়িক ব্যর্থতা ও বিচ্ছেদের পর সফলতা ও মিলনের পরিণাম লক্ষ্য করা যায়।

মৃচ্ছকটিক প্রকরণে শূদ্রক মানুষের জীবন সম্পর্কে যে চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন এবং তাতে তাঁর মননশীলতা ও কলানৈপুণ্যের যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, তা সর্বযুগের, সর্বকালের এবং সর্বদেশের নাট্যানুরাগীদের কাছে সমাদৃত।

---

[1] মৃচ্ছকটিকম্-২.১৯

মূলগ্রন্থঃ

1) The Little Clay Cart of King Shudraka, edited by Satyendra Kumar Basu, University of Calcutta, 1939.
2) मृच्छकटकिम्, महाकवशि‍ूद्रक प्रणीतम्, सम्पादकः रमाशङ्कर त्रपिाठी, मोतलिाल वाराणसीदास, दलि्ली- 2014।
3) মৃচ্ছকটিক, শূদ্রক বিরচিত, অনুবাদ- সুকুমারী ভট্টাচার্য, সাহিত্য একাদেমি, নতুন দিল্লী, 2013।
4) মৃচ্ছকটিকম্, শূদ্রক বিরচিতম্, সম্পাদক- উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০০৭।
5) মৃচ্ছকটিকম্, শূদ্রক বিরচিতম্, সম্পাদক- অবিনাশচন্দ্র দে ও শুভেন্দু কুমার সিদ্ধান্ত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা-১৪১৩।

সহায়ক গ্রন্থাবলীঃ

1) কাব্যপ্রকাশ, মম্মট ভট্ট বিরচিত, বঙ্গানুবাদ ও আলোচনা বিজয়া গোস্বামী, সদেশ, কলকাতা, ২০০৭।
2) সাহিত্যদর্পনঃ, বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রণীত, সম্পাদক- গুরুনাথ বিদ্যানিধি, সদেশ, কোলকাতা, ২০১২।
3) নাট্যশাস্ত্র, ভরতকৃত (প্রথমভাগ), সম্পাদক- সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ছন্দা চক্রবর্তী, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, ২০০৯ ।
4) দশরূপক, ধনঞ্জয় বিরচিত, সম্পাদক-ড. অনিলচন্দ্র বসু, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০১২।
5) সাহিত্যদর্পণ, বিশ্বনাথ কবিরাজ বিরচিত (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ), সম্পাদক- উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০০৬ ।